দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 23 SEP 1987
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

187

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

হলগুলোতে ছাত্ররা ফিরছে ।। ক্যাম্পাসে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আটষট্টি দিন বন্ধ থাকার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা গতকাল মঙ্গলবার সকাল থেকে তাদের আবাসিক হলে ফিরে আসতে শুরু করেছে। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হলে আসা শুরু হয়।

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্ররা ফিরছে

(১ম পাতার পর)

সন্ধ্যা পর্যন্ত ছাত্রীরা হলে এসেছে। রাত সাড়ে ৮টায় এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত বিভিন্ন হলে ছাত্রদের আগমন অব্যাহত ছিল। ছাত্রী-দের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের হলে প্রবেশ করতে দেখা যায়। কোথায়ও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সবগুলো হলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছিল। প্রত্যেকটি আবাসিক হল ছাত্রছাত্রীদের কোলাহলে মুখর ছিল। আটষট্টি দিন পর সন্ধ্যায় ফিরে আসা ছাত্রছাত্রীদের রুমে বাতি জ্বলছে। বিভিন্ন হলে ছাত্রছাত্রীদের রুমে বসে লেখাপড়া করতে দেখা গেছে।

ভোরের দিকে ২টি ছাত্রী হল ছাড়া সব কয়টি হল এলাকায় প্রয়োজনে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে ব্যবহারের জন্য ১ প্লাটুন করে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কোন কোন হলের অতিথি কক্ষে পুলিশ বসে থাকতে দেখা গেছে। সূর্যসেন হলের গেটে পুলিশ ছিল।

সকাল সোয়া ৯টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষক-রা তাদের নিজ নিজ হলের গেটে চলে আসেন। সাড়ে ৯টা থেকে ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ হলে আসা শুরু হয়। প্রাধ্যক্ষ ও আবাসিক শিক্ষকরা হলের গেটে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র ও লাগেজ পরীক্ষা করে তাদেরকে হলে প্রবেশ করতে দিয়েছেন। দুপুর পর্যন্ত এক বিছানায় অতিরিক্ত একজন থাকার অনুমতিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের হলে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। বিকেল প্রায় ২টা থেকে তাদেরকে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। দুপুর পর্যন্ত হলে ফিরে আসা ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কম ছিল। বিকেল ২ টার পর থেকে তা বাড়তে থাকে। সন্ধ্যার পর ছাত্রদের হলে আসা কমে যায় এবং ছাত্রীদের আসা বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কৃত ১২ জন ছাত্র এবং বিভিন্ন অপরাধ মামলায় যে সব ছাত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে গতকাল মঙ্গলবার তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেখা যায়নি। পুলিশের একটি সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে যে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পাওয়া গেলে গ্রেফতার করা হতো।

রমনা থানা পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার দুপুরের দিকে সলিমুল্লাহ হলের ২৭ নম্বর রুম থেকে ১ রাউণ্ড রাইফেলের গুলী উদ্ধার করেছে বলে জানা গেছে। এই সময়ে রুমটি খোলা ছিল। রুমের বাসিন্দা তখনো আসেনি।

আবাসিক হলগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী (রাত ৯ টা পর্যন্ত) মহসিন হলের ৮শ' ছাত্রের মধ্যে ২২০ জন, সূর্যসেন হলের সাড়ে ৬শ' ছাত্রের মধ্যে ১৩৫ জন, কবি জসিম উদদিন হলের ৫শ' ছাত্রের মধ্যে ১২৫ জন, জগন্নাথ হলের ১০৯৫ জন ছাত্রের মধ্যে ৪৬০ জন, সলিমুল্লাহ হলের ৪শ' ছাত্রের মধ্যে ১৫০ জন, স্যার এ,এফ রহমান হলের ১০২ জন ছাত্রের মধ্যে ৩৭ জন, এফ, এইচ হলের ৬শ' ছাত্রের মধ্যে ১০৫ জন শহীদুল্লাহ হলের ৮১৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৩শ' জন, সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের সাড়ে ৭শ' ছাত্রের মধ্যে ২৫০ জন, রোকেয়া হলের ৮শ' ছাত্রীর মধ্যে ৮০ জন এবং শামসুন নাহার হলের সাড়ে ৭শ' ছাত্রীর মধ্যে ৬০ জন ছাত্রী হলে ফিরে এসেছে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ কর্মীদের সাথে নিয়ে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত বিভিন্ন আবাসিক হল পরিদর্শন করেন। সুলতান মোঃ মনসুর আহমদ, মোশতাক হোসেন, আশরাফুল হক মুকুল প্রমুখ ছাত্র নেতা ফিরে আসা আবাসিক ছাত্র-দেরকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুন অনুসরণ, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা হল কর্তৃপক্ষকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের জন্যও ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

দুপুর প্রায় ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের একটি জঙ্গী মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করেছে। মিছিলকারীরা ছাত্রনেতা নীরুসহ গ্রেফতারকৃত সকল ছাত্রের মুক্তি, তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১২জন ছাত্রের বহিষ্কার আদেশ বাতিল, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়।

রাত ১০টায় এই সংবাদ লেখা পর্যন্ত সবকয়টি হল এলাকায় পুলিশ পাহারা ছিল। তাছাড়া ট্রাকে করে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় টহল দিচ্ছে।